মাইলস টু গো

ফরিদ আহমেদ

বছর ছয়েক আগে সোনালী স্বপ্নের প্রত্যাশায় চিরতরে স্বদেশ ছেড়ে শ্বেত শুভ্র বরফের দেশ ক্যানাডায় চলে আসি আমি। প্রথম প্রথম শিকড় উৎপাটনের সুতীব্র যন্ত্রণায় চরম দুঃসহ সময় কেটেছে আমার। অপরিচিত বৈরী পরিবেশ সেই যন্ত্রণাকে আরো কষ্টময় করে তুলেছে মাঝে মাঝে। কখনো কখনো বিনিদ্র রজনী পার করেছি সিদ্ধান্তের সঠিকতার যথার্থতা নিয়ে ভেবে ভেবে। অতি প্রিয় জন্মভূমির পলিমাটির সোঁদা গন্ধ থেকে বঞ্চিত এই আমি তখন ক্ষ্যাপার মত ঘোরাফেরা করি আর সব কিছুতেই খুঁজে বেড়াই স্বদেশের পরিচিত আদরমাখা সুশীতল পরশ। মাতৃভূমির নাড়ি নক্ষত্র জানার প্রত্যাশায় প্রতিদিন বেশ খানিকটা সময় ব্যয় হয়ে যেতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাংলাদেশের দৈনিক আর সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলো ইন্টারনেটে পড়ার কারণে। এরকমই একদিন পত্রপত্রিকা পড়তে যেয়ে 'যায় যায় দিনে' কুদ্দুস খানের একটা লেখা থেকে পেয়ে যাই ভিন্নমত ওয়েবসাইটের ঠিকানা। ঠিকানা অনুযায়ী ভিন্নমতে যেয়ে তো আমার চক্ষু চড়ক গাছ। দেখি অসাধারণ সব বিচিত্র বিষয় নিয়ে রংবেরং এর অসংখ্য প্রবন্ধ দিয়ে ভরপুর ভিন্নমত ওয়েবসাইট। সেই সমস্ত প্রবন্ধের মধ্যে আবার একটা বিরাট অংশই ছিল পুরোপুরি প্রথাবিরুদ্ধ লেখা। বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোর অভ্যন্তরে থেকে এ ধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে লেখার মত দুঃসাহস বা চিন্তার বৈচিত্র্যতা প্রদর্শন করা রীতিমত অচিন্তনীয় ব্যাপার স্যাপার। কিন্তু ইন্টারনেটের অনিয়ন্ত্রিত অবারিত জগতে সমাজ কাঠমোর সেই রক্তচক্ষু অতোখানি প্রবল পরাক্রান্ত হওয়ার সুযোগ থাকে না বলেই লেখকেরাও তাদের মুক্ত স্বাধীন চিন্তাকে নিয়ে গেছেন আমাদের প্রচলিত দৃষ্টিকোন থেকে দেখা জগতের বেশ খানিকটা বাইরে।

সেই সময় অনেকের লেখারই আমি খুব ভক্ত ছিলাম। তাদের মধ্যে অনেকেই এখনো নিয়মিত লিখে যাচ্ছেন, আবার অনেকেই হারিয়ে গেছেন কালের অতল গর্ভে। তবে আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে কেড়েছিল এক অকুতোভয় তরুনের লেখা। কুপমুন্ডকতা আর অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে রীতিমত ক্ষ্যাপা ষাড়ের মত অসম সাহস নিয়ে প্রায় একক যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল সেই তরুন। খাপ খোলা তলোয়ারের মত তীক্ষ্ণ শানিত যুক্তি, ঝরঝরে প্রাঞ্জল ভাষা, তত্ত্ব আর তথ্যের সুসংবদ্ধ উপস্থাপনা এবং বিতর্কের এক অত্যাধুনিক স্টাইলে একের পর এক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে যাচ্ছিল সে। সেই তরুনের ক্ষুরধার বুদ্ধি, জ্ঞানের অতলস্পর্শী গভীরতা, চিন্তার আধুনিকতা এবং ভাষার সাবলীলতা দেখে আমি রীতিমত তার ভক্ত হয়ে যাই। অজানা, অচেনা এক তরুন বেশ বড়সড় একটি জায়গা করে নেয় আমার মনের মণিকোঠায়। আমি গভীর আগ্রহ নিয়ে হয়ে বসে থাকতাম তার পরবর্তী লেখা পাওয়ার আশায়। এরই মধ্যে একদিন দেখলাম সেই তরুন নিজেই খুলে ফেলেছে দারুণ ঝকঝকে, স্মার্ট এবং ব্যতক্রমধর্মী একটি ওয়েবসাইট। পাঠক নিশ্চয় এতক্ষনে বুঝে ফেলেছেন আমি কোন তরুনের কথা বলছি। হ্যা, সেই তরুনটি আর কেউ নয়, সে আমাদের সকলের প্রিয় অভিজিৎ রায় আর সেই ওয়েবসাইটটিও আমরা জানি কোনটি, আমাদের সবার ভালবাসার মুক্তমনা সেটি।

আমার লেখালেখি শুরু করার পিছনেও অভিজিৎ রায়ের পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে বেশ খানিকটা। অভিজিৎ এর বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী'র পর্বগুলো আমাকে ব্যাপকভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল। মুগ্ধ বিস্ময়ে অসংখ্যবার পড়েছি আমি সেই পর্বগুলো। সত্যিকার অর্থেই আমাকে আচ্ছন্ন

করে রেখেছিল অভিজিৎ এর ছন্দময় কাব্যিক ভাষায় লেখা বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগূলো। আচ্ছন্নতা এমনভাবে গ্রাস করেছিলো আমাকে যে আমার মতো বিজ্ঞানের কোন ধরনের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পটভুমিকা না থাকা লোকও সাহস করে লিখে ফেলেছিলাম ‘ওয়ার্ম হোল এবং সময় পরিভ্রমণ’ নামে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্ব বিষয়ক একটি লেখা। সেই লেখাটি ছাপা হয়েছিল সাপ্তাহিক যায় যায় দিনে। যায় যায় দিনে ছাপা হয়েছে এই ভরসায় নিয়ে একদিন লেখাটি পাঠিয়ে দেই মুক্তমনায়। আমাকে মোটামুটি অবাক করে দিয়ে মডারেটরের প্রশংসাসূচক একটি নোটসহ আমার কাঁচা হাতের অপরিপক্ক লেখাটি ছাপা হয়ে যায় মুক্তমনায়। যায় যায় দিনে লেখাটি ছাপা হওয়ায় যতটা না খুশি হয়েছিলাম তার থেকে বহুগুন আনন্দ পেয়েছিলাম আমি লেখাটি মুক্তমনায় পোষ্ট হওয়াতে। আমার দ্বিতীয় লেখা ‘ঝিলিমিলি আলোর নাচন মুক্তমনায় ছাপা হওয়ার পর পরই এক স্বর্নালী ভোরে আমি মেইল পাই আমার খুবই পছন্দের একজন লেখক বন্যা আহমেদের কাছ থেকে। সেই মেইলে আমাকে আমন্ত্রন জানানো হয় মুক্তমনার বিজ্ঞান বিষয়ক লেখালেখির একটি প্রজেক্টে কাজ করার জন্য। সেইদিনই সন্ধ্যায় টেলিফোনে আটলান্টা থেকে ভেসে আসে অত্যন্ত সুমধুর এক তরুনীর কন্ঠস্বর। অপুর্ব সুন্দর বাচনভঙ্গি, প্রাঞ্জল ভাষা আর গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে সেই তরুনী একে একে বলে যেতে থাকে মুক্তমনার ভবিষ্যৎ কর্মকান্ড আর স্বপ্নের মতো আদিগন্ত বিস্তৃত সব পরিকল্পনার কথা। সেই সাথে মুক্তমনার এই চলমান বিশাল কর্মযজ্ঞের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার বিনয়ী আমন্ত্রন। আমি আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞান আর প্রকৃতিপ্রদত্ত প্রতিভার স্বল্পতার দোহাই দিয়েও মুক্তি পাইনি নাছোড়বান্দা আমার এই অতি প্রিয় লেখকের হাত থেকে। সেই থেকে শুরু একই সাথে পথচলা। একসময় যারা ছিল দূর দ্বীপের বাসিন্দা, তাদের সাথে চিন্তা-চেতনা ভাগাভাগি করে নেওয়া। সুঃখ-দুঃখ আর আনন্দ-বেদনার অংশীদার হয়ে কাধে কাধ মিলিয়ে জমাটবদ্ধ অন্ধকারের বিরুদ্ধে আমাদের ক’জন সমমনা মানুষের অসম এক যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া।

ডেভিড বনাম গোলিয়াথের অসম সেই যুদ্ধে ডেভিডেরই যে জয় হচ্ছে তার প্রমান হচ্ছে অতি সম্প্রতি একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি কর্তৃক মুক্তমনা ওয়েবসাইটকে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম সমৃতি পুরস্কারে ভূষিত করা। গত ছাব্বিশে জুন মুক্তমনার পক্ষ থেকে অত্যন্ত সম্মানজনক এই পুরষ্কার গ্রহন করেন মুক্তমনার উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং বিজ্ঞানী প্রফেসর অজয় রায়।

মুক্তমনার জন্মই হয়েছিল বিশেষ একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। সেই উদ্দেশ্যকে বলা যেতে পারে চেতনা মুক্তি এবং বৌদ্ধিক বিকাশের লড়াই। একজন মানব শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর থেকেই আমাদের এই সমাজ মহা উৎসাহে তার মধ্যে রোপন করে দিতে থাকে সমাজের যাবতীয় সব কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের চারা। সেই চারা গাছই অনুকুল পরিস্থিতিতে আলো বাতাস পেয়ে তর তর করে একদিন পরিনত হয়ে যায় বিরাট বিষবৃক্ষে। বিনা প্রমানেই অপ্রমানিত, অলীক এবং আজগুবী বিষয়সমূহকে আবলীলায় মেনে নেয় তারা। রক্তের মধ্যে অন্ধবিশাসের চোরাবালি নিয়ে বড় হওয়া বেশিরভাগ লোকজনের পক্ষেই এই চোরাস্রোত থেকে মুক্ত হওয়ার আর কোন সুযোগই থাকে না। বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমান বা যুক্তি-তর্ক কোন কিছুই আর কাজ করে না তাদের ক্ষেত্রে। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমান ও আবিষ্কারকে নিজেদের সুবিধামত বিকৃত করে তারা তাদের অন্ধবিশ্বাসকেই সঠিক বলে দাবী করার হাস্যকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। হাজার বছর ধরে সমাজের বুকে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসা এই সব ভ্রান্ত অন্ধবিশাসের অচলায়তনের বিরুদ্ধেই রীতিমত ঘোষনা দিয়ে যুদ্ধ শুরু করেছে মুক্তমনা। কোন কিছুকেই বিনা প্রমানে মেনে নিতে রাজী নয় মুক্তমনারা। যুক্তি এবং বিজ্ঞানের কষ্টি পাথরে যাচাই বাছাই হয়ে আসতে হবে সব কিছুকে। বিশ্বাসের এই দূর্গ যতই দূর্ভেদ্য দেখাক না কেন কোথাও না কোথাও ঠিকই রয়ে গেছে বেহুলার বাসর ঘরের মতো ক্ষুদ্র কোন ছিদ্র। আজ সময় এসেছে সেই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে এই বিষবৃক্ষকে উৎপাটিত করার।

মুক্তমনা যে শুধুমাত্র রণরঙ্গিনী বেশে অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তা কিন্তু নয়। নিরন্তর এই লড়াইয়ের পাশাপাশি মানবতা ও ন্যায়ের পক্ষেও কাজ করে যাচ্ছে মুক্তমনা। যেখানেই মানবতা লংঘিত হচ্ছে, অন্যায় অবিচার হচ্ছে সেখানেই মুক্তমনা তার সামর্থের শেষ বিন্দু দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। হোক না তা বাংলাদেশে, ভারতে, ফিলিস্তিনে বা ইরাকে। মৌলবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেও মুক্তমনা সোচ্চার কন্ঠ। বাংলাদেশের তরুন সমাজকে বিজ্ঞানমনস্ক করার জন্য বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ক বই লেখার প্রতি মনোনিবেশ করেছে মুক্তমনা। ইতোমধ্যেই মুক্তমনার লেখকদের লেখা বই সমূহ বাংলাদেশে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে এবং দারুন জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। আর এরই স্বীকৃতি মিলেছে পদকের সম্মাননায় একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটির বক্তব্যে।

> বাংলাদেশে মৌলবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মুক্তচিন্তার আন্দোলনে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে 'মুক্তমনা' ওয়েবসাইট। ২০০০* সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশে ও বিদেশে কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে তরুন প্রজন্মকে সেক্যুলার মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করনের পাশাপাশি তাদের বিজ্ঞানমনস্ক করবার ক্ষেত্রে 'মুক্তমনা' ওয়েব সাইটের জগতে এক বিপ্লবের সূচনা করেছে। বাংলাদেশের বিশিষ্ট মানবাধিকার নেতা ও বিজ্ঞানী অধ্যাপক অজয় রায়ের নেতৃত্বে বিভিন্ন দেশের তরুন মানবাধিকার কর্মীরা এই ওয়েব সাইটকে তাদের লেখা ও তথ্যের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করছেন। ২০০১ সালে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যে নজিরবিহীন সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার হয়েছিল 'মুক্তমনা' তখন নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জনমত সংগঠনের পাশাপাশি আর্ত মানুষের সেবায় এগিয়ে এসেছিল। বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ গনতান্ত্রিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এবং ধর্ম-বর্ন-বিত্ত নির্বিশেষ মানুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিশেষ অবদানের জন্য 'মুক্তমনা' ওয়েব সাইটকে 'জাহানারা ইমাম স্মৃতিপদক ২০০৭' প্রদান করা হলো।

---

*মুক্তমনার প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ২০০১ সালে।

মুক্তমনাকে এই কৃতিত্বপূর্ণ পদক প্রদানের জন্য আমরা একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটির প্রতি আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই পুরস্কারের গর্বিত মালিক মূলত মুক্তমনার সকল সদস্য। যাদের অক্লান্ত উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং অবদান না থাকলে হয়তো মুক্তমনা আজকের এই পর্যায়ে আসতে পারতো না। মুক্তমনার উপদেষ্টামন্ডলী এবং মডারেশন টিমের পক্ষ থেকে আমি দেশে বিদেশে ছড়িয়ে থাকা বিপুলসংখ্যক মুক্তমনার সকল সদস্যদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

তবে এই পুরস্কারের আনন্দে আপ্লুত হয়ে আমরা কোনভাবেই আমাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হচ্ছি না সে ব্যাপারে সকলকে নিশ্চয়তা দিতে পারি। যুদ্ধের সবেতো শুরু। এখনো পাড়ি দিতে হবে অসংখ্য চড়াই উৎরাই। চূড়ান্ত বিজয়ের আগে যেতে হবে বহু বহুদূর।

ছ'বছর আগে অসুর বধের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে অভিজিৎ রায় 'মুক্তমনা' নামের যে সন্তানের জন্ম দিয়েছিল, সময়ের পরিক্রমায় সে সন্তান এখন আর অভিজিৎ এর একার নয়। যৌথ পরিবারের আরো অনেক সদস্যের বুক ভরা ভালবাসা নিয়ে অতি দ্রুত বড় হচ্ছে সে। সবার সম্মিলিত প্রশিক্ষনে অসুর বধের সমস্ত কলাকৌশল বেশ দ্রুতগতিতেই শিখে নিচ্ছে সে। অসুর বধ এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

আমাদের চারপাশে জমে থাকা সহস্রব্দারের আঁধারকে ঠেলে সরিয়ে জানি একদিন ভোর হবে। জমাট বাধা প্রগাঢ় অন্ধকার ভেদ করে দিগন্তের কাছে ক্ষীন অস্পষ্ট যে আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে তার আড়ালেইতো লুকিয়ে আছে অনাগত সূর্যের উজ্জ্বল হাসি।

মায়ামি, ফ্লোরিডা
farid300@gmail.com